দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২ ...

পিরোজপুরে বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত ছাপড়া ঘরে চলে ক্লাস

■ পিরোজপুর অফিস

পিরোজপুরের কুমারখালী শহরতলীর একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় স্থানীয় উদ্যোগে সেখানে টিনের ছাপরা দিয়ে ক্লাস চালানো হচ্ছে।

৮৪নং কুমারখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান জেলা শহরের এক নিভৃত প্রান্তে হওয়ায় শিশুরা কিভাবে হেলাফেলার মধ্যে লেখাপড়া করে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। পৌরসভাভুক্ত এলাকা হলেও কুমারখালীর বাড়ৈপাড়ার এ বিদ্যালয়টি গ্রামীণ পরিবেশে স্থাপিত। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের নির্মাণকাল ১৯৯৯ সাল। ৮০ জন শিক্ষার্থীর জন্য সাতজন শিক্ষক এখানে কর্মরত রয়েছেন। প্রধান শিক্ষক অপর্ণা রানী জানান, ২০১৩ সালের ৭ অক্টোবর বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

স্থানীয়ভাবে জানা গেছে, দ্বিতল ভবনটি যখন নির্মাণ করা হয় তখন বিদ্যালয়ের জায়গা ছিল নিচু ও বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকতো। এখনও জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে পানিতে ডুবে যায়। এমনকি বিদ্যালয়ের মেঝেতেও এক-দেড় ফুট পানি উঠে যায়। আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার তখন বিনষ্ট হয়, ক্ষতি হয় ভবনেরও। তখন পাঠদান একরকম বন্ধ থাকে। এ অবস্থায় অফিস রুমে ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষকদের কাজকর্ম চালানো হলেও ভবন ধসে পড়ার মতো মারাত্মক বিপদের আশঙ্কায় সেখানে শিক্ষার্থীদের পাঠদান বন্ধ রয়েছে। প্রায় দুই বছর আগে ভবনের পাশে টিনের ছাপরা দিয়ে বেঞ্চ বসিয়ে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হয়। প্রচণ্ড শীতে বেড়াবিহীন ঘরে প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা করে ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে শিশুরা লেখাপড়া করে। বর্ষাকালে অবর্ণনীয় কষ্ট ও বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে পাঠদান করা হয় বলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসা তখন কমে যায়।

পিরোজপুর সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আতিকুর রহমান জানান, বিভিন্ন সময় শিক্ষা কমিটিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে বার বার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে বিদ্যালয়টির পুনর্নির্মাণের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি অনলাইনে ছবিসহ আবেদন করেও কোনো প্রতিকার নেই।